১৩৬

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... JUL 1 5 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় খুলতে ৫ কোটি টাকার তহবিলসহ পাঁচ একর জমি থাকতে হবে

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

নিজস্ব পাঁচ কোটি টাকার তহবিল ও পাঁচ একর জমির ওপর ক্যাম্পাসসহ আরও কিছু শর্ত পূরণ করা ছাড়া আগামীতে নতুন করে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমতি দেয়া হবে না। বর্তমানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে দশটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আবেদন পড়ে আছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের পরীক্ষা-নিরীক্ষাধীন রয়েছে আরও তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আবেদন। গত বছর সংসদে পাস হওয়া সংশোধিত আইনের ভিত্তিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কড়াকড়ি শর্তারোপ করছে।

দেড় বছর যাবত দশটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আবেদন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন রয়েছে। প্রস্তাবিত এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হচ্ছে ঃ রবীন্দ্র শান্তি বিশ্ববিদ্যালয় (উদ্যোক্তা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম), ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (উদ্যোক্তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুষদের সাবেক ডিন অধ্যাপক মফিজুল ইসলাম পাটোয়ারী), মেমোরিয়াল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (উদ্যোক্তা অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম), বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় (উদ্যোক্তা সাবেক সচিব কাজী আজহার আলী), লিডিং ইউনিভার্সিটি (উদ্যোক্তা চা ব্যবসায়ী রাজিব আলী), মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (উদ্যোক্তা মানারাত ট্রাস্ট), ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অলটারনেটিভ (উদ্যোক্তা মজিব খান), ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি (উদ্যোক্তা ব্র্যাক), নর্থ পয়েন্ট ইউনিভার্সিটি (উদ্যোক্তা ভাইয়া গ্রুপের চেয়ারম্যান মকছুদ আলী) এবং আমেরিকা-বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি (উদ্যোক্তা মোস্তফা এম কামাল)।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন যে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আবেদন পরীক্ষা করে দেখছে সেগুলো হলো--ভিকারুননিসা নূন বিশ্ববিদ্যালয় (উদ্যোক্তা ভিকারুননিসা নূন স্কুল এ্যান্ড কলেজ কর্তৃপক্ষ), রুরাল ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এ্যান্ড টেকনোলজি (উদ্যোক্তা এসএম মোজাম্মেল হক) এবং ঢাকা ইমপেরিয়াল ইউনিভার্সিটি (উদ্যোক্তা বিজিএমইএ-র সাবেক সভাপতি মোস্তফা গোলাম কুদ্দুস)।

নতুন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অনুমোদন সম্পর্কে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক উর্ধতন কর্মকর্তা মঙ্গলবার জনকণ্ঠকে বলেন, আগে যে ১৬টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার অনেকেই বিভিন্ন শর্ত পূরণ করেনি। এতে করে উচ্চশিক্ষার মান ক্ষুণ্ন হচ্ছে।

এসব বিবেচনা করে সরকার '৯৮ সালে সংশোধিত আইন পাস করেছে। এতে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পাঁচ কোটি টাকার নিজস্ব তহবিল, পাঁচ একর জমির ওপর নিজস্ব ক্যাম্পাস স্থাপনসহ আরও কিছু শর্ত দেয়া হয়েছে। আগের কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণেই শিক্ষা মন্ত্রণালয় নতুন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করছে বলে এ কর্মকর্তা জানান।